বসুশ্রী
ও
বীণায়
চলিতেছে
রবীনদেব প্রযোজিত
সবিতা কথাচিত্রের
চিরন্তনী
মীনা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

সবিতা কথা চিত্রের নিবেদন

চিরন্তনী

প্রযোজনা ঃ— রবীন দেব

রচনা ও পরিচালনা ঃ—
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

সঙ্গীত ঃ
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

শব্দ যন্ত্রী
মান্না লাডিয়া

সম্পাদনা
ভোলানাথ আঢ্য

দৃশ্য পরিকল্পনা
গোপী সেন

আলোকচিত্র শিল্পী
অশোক সেন

তত্ত্বাবধানে
অরুণ ঘোষ
বিমল দত্ত

প্রচার সচিব
ধীরেন মল্লিক

যন্ত্রসঙ্গীত
সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা

স্থির চিত্রশিল্পী
ষ্টিল ফটো সার্ভিস

চিত্রাঙ্কনে
দিগেন ষ্টুডিও

—সহকারীগণ—

পরিচালনায়	শব্দ গ্রহণে	আলোকচিত্রে	সম্পাদনায়
শীতল ভট্টাচার্য্য	কুমার সরকার	সুনীল মিত্র	অনন্তকুমার ঘোষ
শক্তি সুর	রমাপদ	তপন বাগচী	প্রশান্ত দে
মনু ভট্টাচার্য্য			

কালী ফিল্ম ষ্টুডিওতে মিচেল ক্যামেরায় ও আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারী লিঃ দ্বারা পরিস্ফটিত।

—রূপায়নে—

অহীন্দ্র চৌধুরী	সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তী	জীবন মুখোপাধ্যায়
ছায়াদেবী	তুলসী চক্রবর্ত্তী	গণেশ শর্ম্মা
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য	রাজলক্ষ্মী (বড়)	ধীরেন দাস
শোভা সেন	জীবেন বোস	অলোকা গোস্বামী
রঞ্জিত রায়	অমিতা বোস	সন্তোষ দাস
পদ্মা দেবী	ফণী রায়	আরো অনেকে।
শিবশঙ্কর সেন	ফণী বিদ্যাবিনোদ	

একমাত্র পরিবেশক ঃ

মীনা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

১০৭, লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা—১৪

রাধার গান

ভুলে যাও ভুলে যাও
যে কুসুম ফুটে ঝরেছে ধূলায়
তারে কেন ফিরে চাও
ভুলে যাও ভুলে যাও।
যে দিন হ'য়েছে অবসান
যে পাখী ভুলেছে কলগান
যে ঝড় ভেঙেছে কূল ও কুলায়
তারি পিছে কেন চাও
ভুলে যাও ভুলে যাও।
এ যে আলো ও কালোর ধরা
হাসি কান্নার মালা নিয়ে হেথা
নিয়তি স্বয়ম্বরা
যে নদী ভুলেছে গতি তার
ভুলে গেলে তারে ক্ষতি কার ?
তার মরণের বালুচরে কেন
জীবনের গান গাও।

জমিদার-তনয় অমর, রতনের সহপাঠী, বরণ করল পরাজয়ের ব্যর্থতা। রতনের পাশের খবরে আনন্দিত হল তার চিরদুখিনী মা, তার সনাতন কাকা যে কোলে পিঠে করে তাকে মানুষ করেছে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়, আর রাধা। রাধা ঐ গ্রামের একটি ছোট্ট ফুটফুটে সরলমনা মেয়ে। রতনের খেলার সাথী। আর সুখী হ'ল রাধার বাবাও। রাধা আর রতনের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠল পূর্ব্বরাগ গড়ে উঠল গভীর ভালবাসা।

রতনের মা আর রাধার বাবার ইচ্ছা এই দু'টি ছেলে মেয়ের বিয়ে হয়। এতে ওদেরও আপত্তি নেই মোটেই।

রতন বড় হবে। সনাতন সেই স্বপ্নে আত্মহারা হয়ে রতনকে কোলকাতায় পাঠাল। কোলকাতায় উচ্চশিক্ষা লাভ করে রতন গ্রামের মুখ উজ্জ্বল করবে এই হল সনাতন ও গ্রামবাসী সকলের ইচ্ছা।

রাধাকে অপেক্ষা করার আশা দিয়ে রতন এল কোলকাতায়। কিন্তু কলকাতার মেকী সভ্যতা গ্রামের সমস্ত কথা তাকে ভুলিয়ে দিল। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত রতন সহরের অতি আধুনিকা মেয়ে লীলাকে করল বিয়ে। ধনীর দুলালী লীলা এখন রতনের স্ত্রী। আর রাধা···

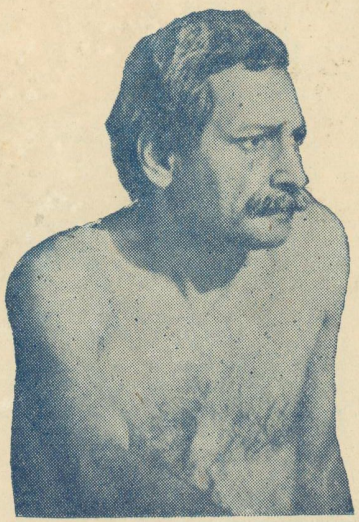

সে যে দিন তার সনাতন কাকার মুখে শুনলো যে রতনদা বিয়ে করেছে আর সেই দুঃখে তার বাবা তাকে এক মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধের হাতে তুলে দেবার ব্যবস্থা করেছেন—সে তাতে না বল্‌লনা। ফলে বৈধব্য এসে তার তরুন জীবনের সাতরঙা স্বপ্ন মুছে দিল।

সহরে আজ রতনের প্রচুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি। রতন গ্রামের বহু জমির মালিক হয়েছে। জমিদারী দেখার জন্য লীলার রণজিৎ মামাকে রতন পাঠাল গ্রামে, সেই সাথে লক্ষ্য রাখতে যেন তার মার কোন দুঃখ-কষ্ট না হয়। কিন্তু আর আর ক্ষেত্রে যা হয় এখানেও তাই হ'ল। রতনের মার দুঃখ বাড়ল বই কমলনা। রতনের পাঠান টাকা একটাও পায় না তার মা।

মার দিন কাটে দুঃখ দুর্দ্দশায় আর অশ্রুজলে।

লীলা আর রতনের মধ্যে কি কোনও দিন এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান হবে না? রতন কি তার মার কাছে ফিরে আসবে না?

রাধা এখন কি করছে? সব কিছুই সামনের রূপালী পর্দ্দায় দেখতে পাবেন।

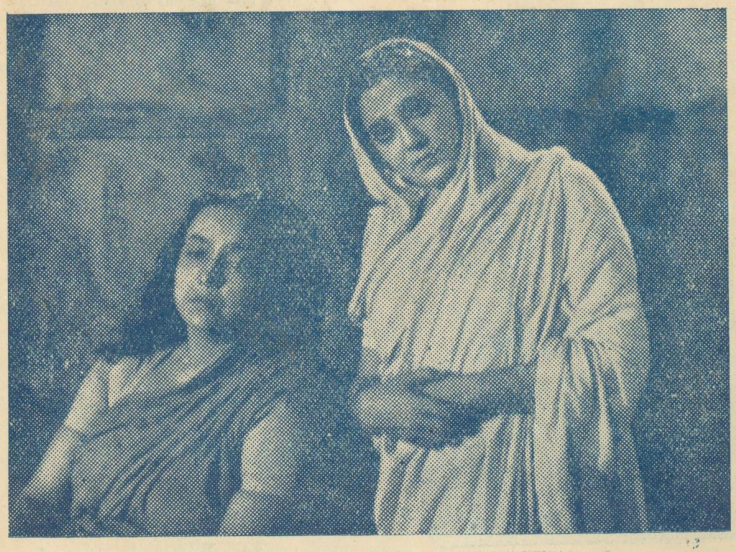

রাধার গান

(১)

(১ম অংশ)

ছোট রাধা

আবার ফিরে আস্‌বে তুমি
এই কথাটী রইলো মনে
রইলো মনের মণিকোঠায়
রইলো বুকের সংগোপনে ॥
ফাগুন যেদিন আসবে ফিরে

আনন ঘিরে কানন ঘিরে
পলাশ প্রদীপ পথ দেখাবে
গেরুয়া রাঙা বনে বনে।
সেদিন তুমি ফিরে এসো ॥
তুমি আমার মনের মিতা
আমি তোমার সাথী
তোমার ধ্যানেই কাটবে আমার
ভয় না-ভাঙা রাতি।

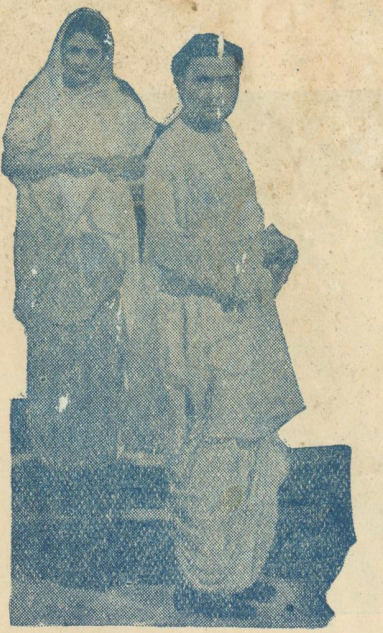

(২য় অংশ)

বড় রাধা

এইনা গাঁয়ের পথের ধারে
ঘুম পাড়িয়ে গেলে যারে
ফুল ফোটাবার বেলায় তারে
জাগিয়ো তোমার পরশনে
সেদিন যেন ফিরে এসো ॥

(২)

এই ভালবাসা বুকভরা আশা
একি মিছে হায় একি মিছে
কায়া ধরা দেয় মায়ার বাঁধনে
ছায়া কেঁদে মরে তারি পিছে।
মানুষের প্রেম বাঁধে রাঙা আশা
স্মৃতির শ্মশানে কাঁদে ভালবাসা
আলো ছায়া ঘেরা দিবস রজনী
হাসি ও কাঁদনে উছলিছে
হায় সবই মিছে।

নারী দিল ফুল নর দিল ভুল
ভুলের ফুলের তরুতলে
ঝরা পাতা আর মরা প্রেম নিয়ে
যৌবন ভাসে আঁখিজলে—
এই খেলাঘরে দু'দিনের খেলা

জীবন জোয়ারে ভাসে ভাঙা ভেলা
দিন নিয়ে যায় সোনার তপন
রাত নিয়ে চাঁদ গুমরিছে
হায় সবই মিছে।

কাহিনী

গ্রাম আর সহর এ দু'য়ের ধারা সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। গ্রাম সহজ ও সরল কিন্তু সহর, যা সে নয় তারই মিথ্যা অহমিকায় সে গর্ব্বিত। এই দু'টির মধ্যে মিলন এক অবাস্তব সমস্যার রীতিমত সমাধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সহজ সরল উদারমনা গ্রামের একটি দুঁধে ছেলে রতন। যদিও সে চাষীর ছেলে তবুও তার প্রতিভাকে অস্বীকার করতে পারে না কেউ। গ্রামের ছোট্ট পাঠশালা ও স্কুল তার প্রতিভায় গৌরবান্বিত। চাষীর ছেলে রতন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল কৃতিত্বের সঙ্গে।